ইনকিলাব

তারিখ OCT 22 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

লুটপাটের আঁখড়া শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর

শীর্ষ দুর্নীতিবাজ চক্রকেই প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী

আবদুল গাফফার মাহমুদ

অবশেষে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে শীর্ষ দুর্নীতিবাজ চক্রকেই প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক। আর এই লুটপাটকারীদের প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বলির পাঁঠা বানালেন একজন নির্বাহী প্রকৌশলীকে। তাকে রাতারাতি বদলি করে দিলেন ঢাকার বাইরে। বিনিময়ে আগামী নির্বাচনী তহবিলও ভারী হয়েছে বলে ব্যাপক গুঞ্জন ও বিস্তর অভিযোগ অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়জুড়ে। জানা যায়, ইতোপূর্বে অধিদফতরের বিভিন্ন প্রকল্পের ৪শ' কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হয় দুর্নীতিবাজ চক্রের বিরুদ্ধে। মন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ায় এই চক্র বহাল তবিয়তে রয়েছে। উপরন্তু তারা সরকারী অর্থ লুটপাট করে ভাগবাটোয়ারায় আরো সাহসী হয়ে উঠেছে। বিগত সরকারের আমলে ৪শ' কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ঢাকার সিএমএম আদালতে একটি মামলা (নং-২৪৭/৯৯) দায়ের করা হয়। এই মামলার প্রধান আসামী বর্তমানে মানিকগঞ্জে কর্মরত সহকারী প্রকৌশলী মোঃ সামছুর রহমান, প্রধান কার্যালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী (অবসরপ্রাপ্ত) এম এস এম এ মান্নান, তাদের অন্যতম সহযোগী স্টেনোগ্রাফার আবদুল কাদের। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অফিস এবং প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ের অনুমতি নিয়েই এদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার সাক্ষীদের মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) এম আলী আজগরও একজন। আশ্চর্যের বিষয় হল ৪শ' কোটি টাকা আত্মসাৎ মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি কোন বিভাগীয় ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। তারা বহাল তবিয়তে চাকরি করছেন। মামলার সাক্ষীদের দিচ্ছেন নানা হুমকি-ধমকি। এদের দাপটে পুরো

৮-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

র্ষ দুর্নীতিবাজ চক্রকেই প্রতিষ্ঠিত

-এর পৃষ্ঠার পর

াসনকে থাকতে হয় তটস্থ। এদের
ময়িকভাবে বরখাস্ত করার জন্য শিক্ষা সচিব
াবরে আবেদন জানিয়েছেন এম আলী
সগর। আর এটাই তার জন্য কাল হয়ে
ড়িয়েছে। দুর্নীতিবাজ চক্র তার বিরুদ্ধে
ঠেপড়ে লেগে যায়। গত বৃহস্পতিবার
ক্ষামন্ত্রীকে দিয়ে তাকে ঢাকার বাইরে বদলি
রাতে সক্ষম হয়। বিবাদীদের একান্ত সহযোগী
নোগ্রাফার আবদুল কাদের। তিনি বর্তমানে
ার ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করছেন।
নোগ্রাফার হয়ে যে পদ নেই সেই পদে তিনি
র্মরত। তিনি আবার অফিসও করেন না। দেন
হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর। অথচ নিজেই
জেকে সহকারী প্রশাসনিক অফিসার ঘোষণা
য়ে ৩১ মাসের বেতন-ভাতা তুলে নিয়েছেন।
নি নিজের গাড়ীতে চলাফেরা করেন। থাকেন
ত্তরার বাসায়। ভয়ঙ্কর অভিযোগ হচ্ছে, তিনি
র্মাণকাজের তুলনামূলক বিবরণীতে সার্কেলে
হকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলী
কারস্থায়ই নিজে স্বাক্ষর করে ঠিকাদার
র্বাচন করে থাকেন। তার অনিয়মের বিরুদ্ধে
থা বলার সাহস কারো নেই। সাবেক ভারপ্রাপ্ত
ধান প্রকৌশলী এম এ মান্নানের দক্ষিণহস্ত
ছলেন এই কাদের। কাদের গংয়ের বিরোধিতা
রে কারো পক্ষে প্রধান কার্যালয়ে চাকরি করা
ম্ভব নয়। এই চক্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি
দন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়। এসব প্রমাণ
র্নীতি দমন কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পেশ
রায় তারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।
প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় এদের দাপট আরো
বেড়ে যাবে বলে নিরীহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
াশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।